History and Heritage, Journal of the Department of Islamic History and Culture, University of Dhaka
ISSN: 3008-1653; Vol. 01, December, 2024; DoI: 10.70775/HnH/V010009

ফিলিস্তিনে হামাসের উত্থান ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ
(Rise of Hamas in Palestine and Its Political Challenges)

মো: আলী করিম*

Abstract

The state of Israel was born in 1948 with the help of western powers. As a consequence, a longterm and critical crisis was created in the Middle-East. Israel occupied the land of Palestine and has been continuously setting up Jews settelment illegally after the victory of Arab-Israel six days war in 1967. As a result, a constant change is taking place in the map of Palestine. With the help of military powers Israel has been extending its boundary overlooking the sovereignty of Palestine. In responce to that the First Intifada (Protest Movement) started in 1987-1991 as Palestinian movement against Israeli occupation. In the midst of Intifada, Hamas was born in 1987 under the leadership of Palestinian leader Sheikh Ahmed Yeasin. In 1993 with the mediation of the USA an agreement between Palestine Liberation Organization (PLO) and Israel was signed which is known as the Oslo Accords; however, it failed to protect or serve the interest of the Palestinians. For that Hamas has been opposing the Oslo Accords. Eventually, Hamas started their protest against Israel in 2000-2004, which they called the Second Intefada. Later on, political rivalry between Hamas and PLO began following the 2006 general eletion in Gaza. Now Hamas is facing different political challanges and controlling the administration of Gaza Strip. Despite internal conflicts with the PLO and external conflicts with Israel on several occasions, Hamas is increasingly strengthening its position by facing various internal political challenges in line with managment of the administration of Gaza and the resistance movement againest Israeli aggression. Hamas is also strengthening its position by establishing relations with various states of the globe.

মুল শব্দ: পিএলও, হামাস, ফাতাহ, অসলো চুক্তি, গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর।

ভূমিকা

হামাস একটি প্রতিরোধ আন্দোলনের নাম। মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমিন (মুসলিম ব্রাদারহুড) সংগঠনের ভাবাদর্শে প্রথম ইন্তিফাদার মধ্যেই ডিসেম্বর, ১৯৮৭ সালে হামাসের জন্ম হয়। অবৈধ ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, 'অসলো' শান্তি চুক্তির বিরোধিতা, জনকল্যাণ কর্মসূচি, ইসরাইলের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ ও সংগ্রাম [প্রথম (১৯৮৭-১৯৯১) ও দ্বিতীয় ইন্তিফাদা (২০০০-২০০৪)] এর ফলে হামাস ক্রমশ ফিলিস্তিনি জনগণের মনে স্থান করে নিয়েছে। এছাড়া ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি সংগঠন পিএলও'র সমঝোতার নীতি-আদর্শের পরিবর্তে অধিকার আদায়ে হামাসের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং ২০০৬ সালে সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করলে হামাস সাধারণ ফিলিস্তিনিদের নিকট অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ কারণে পিএলও'র সাথে হামাসের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

* সহকারী অধ্যাপক, ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইল: alikarim1979@dou.ac.bd

পরবর্তীতে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বা পিএ (প্যালেস্টাইন অথরিটি)-এর প্রশাসনিক সহযোগিতার অভাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই হামাসের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। ফিলিস্তিনের নিরীহ জনগণের ওপর অব্যাহত ইসরাইলি অন্যায় ও অমানবিক হামলা এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাস্তবতায় হামাস নিজস্ব কর্মকৌশলে সামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছে। এভাবেই ক্রমশ ফিলিস্তিনি জনগণের মন জয় করে ২০০৬ সালে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে হামাস গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে বহির্বিশ্বে হামাস নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি ও বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে চলেছে। দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর গাজায় হামাসের প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার অভিজ্ঞতা এবং সেই সাথে প্রতিবেশী আরব দেশসমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন সংগঠনটিকে আরো শক্তিশালী করেছে। এ প্রবন্ধে ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাসের উত্থান, বিদ্যমান বাস্তবতার নিরিখে পিএলও'র সাথে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং ইসরাইলি আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব অবসানে চলমান প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ

ক. সংগঠন হিসেবে হামাসের উত্থান পর্যালোচনা করা এবং
খ. হামাসের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করা।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি বিশ্লেষণধর্মী। মূলত দ্বৈতীয়িক উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। হামাসের প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ঘটনাসমূহ এই গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন এ প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

হামাসের প্রতিষ্ঠা ও উত্থান

হামাস মূলত ফিলিস্তিনের একটি ইসলামী সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন যা ১৯২৮ সালে মিশরে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ব্রাদারহুড নামের একটি সুন্নি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠন থেকে বেড়ে উঠেছে।[১] মুসলিম ব্রাদারহুড মূলত একটি সামাজিক ও ধর্মীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি সমাজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে তারবিয়া বা শিক্ষা (Education) এবং দাওয়া বা প্রচার (Outreach) এ বিশ্বাস করে, যা ১৯৭০ এর দশকে শুরু হয়েছিল।[২] হামাস ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে আবির্ভূত হলেও ১৯৯০-এর দশকে ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ধর্মনিরপেক্ষ ফাতাহ আন্দোলনের বিকল্প হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। ২০০৬ সালের নির্বাচনের পর হামাস প্রায় ২০ বছর ধরে প্রশাসন পরিচালনা করছে। ইসরাইলি গবেষকরা বলছেন, হামাসের কার্যক্রমের ৯০% হলো সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জনকল্যাণমূলক।[৩] 'হামাস' শব্দটি হারাকাত আল-মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়া (ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আরবি শব্দ 'হামাস' (উদ্দীপনা) ক্রিয়াপদ হামিসা থেকে এসেছে। দার্শনিক অর্থে যা একটি কারণের পিছনে নিজের মন থেকে নিজকে নিক্ষেপ করার ধারণাকে বুঝায়। শুরুতে এটি মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড বা এমবি (১৯২৮ সালের মার্চ মাসে মিশরের ইসমাইলিয়াতে প্রতিষ্ঠিত) সংগঠনের একটি ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক ও সামরিক শাখা হিসেবে কাজ শুরু করে। এক পর্যায়ে হামাস ফিলিস্তিনের সামাজিক-রাজনৈতিক দৃশ্যপটে একটি প্রধান রাজনৈতিক দল

হয়ে ওঠে ও PLO-'র আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে। তাছাড়া হামাসের *সামাজিক পরিবর্তন* তত্ত্ব ছিল সমাজে ব্যক্তির পরিবর্তন করার লক্ষ্যে রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার আগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি জোর দেয়া। যা সমাজে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনার আগে ব্যক্তির মধ্যে একটি ভিত্তি তৈরি করে। এর মধ্য দিয়ে হামাস ইসলামী মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিয়ে ফিলিস্তিনি সমাজকে একত্রিত করারও চেষ্টা করেছে। ইসলামী সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং আদর্শ অনুশীলনের অংশ হিসেবে এ তত্ত্বটি উত্তরাধিকারসূত্রে হামাস মুসলিম ব্রাদারহুড থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল। হামাসের ইসলামী মতবাদ ও তার তত্ত্বের ব্যাপকতা ছিল জীবনের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা, অর্থনীতি ও আইনের মাধ্যমে সামাজিক আচরণ পরিবর্তন করা।[৪] এ সামাজিক পরিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে হামাস ইসলামী বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে দখলদার ইসরাইলকে প্রতিরোধ করতে চায়। তরুণদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মের মধ্যে আন্তঃসংযোগ তৈরিও হামাসের আদর্শিক লক্ষ্য ছিল। হামাসের সামাজিক পরিষেবার শক্তিশালী দর্শন তার সনদে বর্ণিত রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়।[৫] এ তত্ত্বের অংশ হিসেবে ইসলামী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে হামাস নারীদের ভূমিকার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা, সমাজকল্যাণ এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন। হামাস এটাও বিবেচনা করেছে যে, পরিবার দেখাশোনার ক্ষেত্রে (শিশুদের লালন-পালন করা এবং তাদের নৈতিক মূল্যবোধ বিষয়ক শিক্ষায়) নারীরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রাথমিকভাবে ইখওয়ান ফিলিস্তিনের গাজায় বেশ কিছু শাখা চালু করে। গাজায় ইখওয়ানের নেতারা মূলত স্থানীয় জনগণের হতাশা ও ইসরাইল বিরোধী ক্ষোভকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে সংগঠনকে একটি প্রতিরোধ আন্দোলনে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাই ১৯৮০'র দশকে মুসলিম ব্রাদারহুডের কাঠামো এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে এর ঐতিহ্যগত নেতৃত্ব ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার উপর জোর প্রদান করে। কিন্তু তরুণ ব্রাদারহুড সদস্যরা ঐতিহ্যগত নেতৃত্বের পদ্ধতিতে ইসরাইলি দখলদারিত্বকে চ্যালেঞ্জ করে সশস্ত্র প্রতিরোধের নতুন পন্থা অবলম্বন করে। ১৯৮৭ সালে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য ফিলিস্তিনিদের প্রতি হামাসের আহ্বান জোরালো এবং স্পষ্ট হয়ে উঠে। এক সময়ের ব্রাদারহুড সদস্য হামাস এর প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমেদ ইয়াসিন বলেন-

> প্রিয় সহকর্মীদের ত্যাগ ও প্রচেষ্টায় বছরের পর বছর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা, সক্রিয় প্রচেষ্টা একইভাবে অব্যাহত রয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা বহুবার মিলিত হয়েছি, সবকিছু পর্যবেক্ষণ ও অপেক্ষা করেছি পরিবর্তনের সূচনাকারী সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটির জন্য।[৬]

১৯৬৭ সালে মাত্র ছয় দিনের যুদ্ধে ফিলিস্তিনের বিশাল ভূখণ্ড ইসরাইলের দখলে চলে যায়। এ যুদ্ধের আগে জেরুজালেম দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। পশ্চিম জেরুজালেম ছিল ইসরাইলের রাজধানী, আর পূর্ব জেরুজালেম ছিল জর্ডান অধিকৃত পশ্চিম তীরের রাজধানী। হামাস মসজিদ, ছাত্র সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, দাতব্য সমিতি, ভূগর্ভস্থ সেল এবং কমান্ড সেন্টারমূহের একটি সম্প্রসারিত যোগাযোগের মাধ্যমে সশস্ত্র প্রতিরোধের বার্তা প্রেরণ করে। ইন্তিফাদার মধ্য দিয়ে হামাস তার মনোভাব প্রকাশ করে এবং সশস্ত্র ইসলামপন্থীদের দ্বারা ইসরাইলি লক্ষ্যবস্তু আক্রমণের কঠোর কৌশল অবলম্বন করে। তখন নেতৃস্থানীয় ইসরাইলি নিরাপত্তা কর্মকর্তারা বুঝতে পেরেছিল যে পিএলও'র চেয়ে হামাস ইসরাইলের জন্য মারাত্মক শত্রু হতে যাচ্ছে।[৭]

মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুর নাসেরের সহায়তায় ১৯৬৪ সালে গেরিলা নেতা ইয়াসির আরাফাত পিএলও সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হিসেবে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। পিএলও ১৯৭৪ সালের জুনে একটি কৌশল গ্রহণ করে। এ কৌশলের অংশ ছিল ১৯৮৮ সালে চূড়ান্তভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ইয়াসির আরাফাত ছিলেন আপোসহীন নেতা এবং তাঁর নেতৃত্বে পিএলও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৪ ও ১৯৮৮ এর মধ্যে PLO-'র কৌশল ছিল কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে জতিসংঘের প্রস্তাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করে ইসরাইলের সাথে শান্তি আলোচনায় বসা। এর অংশ হিসেবে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় ১৯৯৩ সালে 'অসলো শান্তি' চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইলকে স্বীকৃতিও প্রদান করা হয়।[৮] যদিও শুরু থেকেই হামাস এই অসলো শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে। উক্ত বছরের ডিসেম্বরে পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত প্রকাশ্যে ইসরাইলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এতে মার্কিন সরকার PLO'র সাথে একটি "সংলাপ" শুরু করার অনুমোদন দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়।[৯]

পিএলও যে স্বপ্ন বা উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফিলিস্তিনি জনগণের সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় স্বভাবতই ১৯৮৭ সালে হামাসের উত্থান হয়। হামাসের নীতিসমূহ ধর্মীয় আদর্শ পুনরুদ্ধারের কঠোর মতবাদকে হ্রাস করে না। হামাস প্রমাণ করেছে যে তাঁরা পরিবর্তন করতে পারে এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তারা শান্তি প্রক্রিয়ার গতিশীল আন্দোলনের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এবং এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত অন্যান্য পক্ষের চাপ হামাসের অবকাঠামোকে দুর্বল করেছে এবং এর নীতি ও কর্মপদ্ধতিসমূহ পুনর্মূল্যায়ণ করতে বাধ্য করেছে। মিশরের বিখ্যাত লেখক ডাঃ হিলমি মুহাম্মদ কওউদ হামাসের উত্থানের বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন-

> সম্ভবত এই শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি আল-আক্সায় ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলনের উত্থান। কারণ আল আক্সা মসজিদ জেরুজালেম এবং ফিলিস্তিনের হৃদয়। হামাস সকল ইসলামী দেশের অগ্রণী ও ভ্যানগার্ড হিসেবে কাজ করছে।[১০]

হামাস নিজেকে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে সমাজসেবা নীতির অনুসরণ করে থাকে। এটি হামাসের নিজস্ব লক্ষ্য পূরণ ও ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করছে। এভাবে হামাস গঠনের আনুষ্ঠানিকতাকে ইয়াসির আরাফাত এবং পিএলও-'র বৈধতার প্রথম চ্যালেঞ্জকে স্পষ্ট করে। এজন্য হামাস প্রথম ইন্তিফাদার সময় ইসরাইল বিরোধী প্রতিরোধের পাশাপাশি পিএলও এবং ফাতাহ'র সাথে আদর্শিক যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়। এই আদর্শিক অবস্থান এতোটা সফল ছিল যে, হামাসের উত্থানের মধ্যে প্রথম ইন্তিফাদার পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনটি সকলকে বিস্মিত করেছিল।[১১] সেই সাথে হামাস ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধি করেছে, যা ইন্তিফাদার জন্য সমর্থন জোগাড় করতে সহজ হয়। প্রকৃতপক্ষে ইন্তিফাদা চলাকালীন সময়ে হামাস গাজা উপত্যকা এবং পশ্চিম তীরের সাধারণ মানুষের হতাশাকে কাজে লাগাতে পেরেছিল। যেখানে অনেক ফিলিস্তিনি ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। এছাড়া ইসরাইল পিএ'র প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে এবং ইয়াসির আরাফাতকে অবরুদ্ধ করে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ইন্তিফাদা যত বেশি সময় ধরে চলতে থাকে, হামাস তত শক্তিশালী হয়। এভাবে ইসরাইলের বিরোধিতায় হামাস ফিলিস্তিনিদের উৎসাহিত করেছিল, পরবর্তীতে যারা ভোট দিয়ে হামাসের জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল।[১২]

হামাসের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রম

হামাসের সাব-কমিটিতে নিম্নলিখিত কাঠামো রয়েছে যা শূরা কাউন্সিল নামে পরিচিত। শূরা মানে পরামর্শ এবং এটি কেন্দ্রীয় নীতি প্রণয়নের জন্য কৌশল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা। প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে এটি গঠিত হয় চব্বিশ জন সদস্য নিয়ে। সময়ের সাথে সাথে এটির সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশে উন্নীত হয়। পশ্চিম তীর থেকে নতুন সদস্য এবং ইসরাইলি কারাগারের আড়ালে থাকা ফিলিস্তিনি বন্দীরাও এর প্রতিনিধি হন।[১৩] এ কাউন্সিলের সদস্যরা ফিলিস্তিনের ভিতরে ও বাইরে গাজা, পশ্চিম তীর এবং ইসরাইলি কারাগারের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। প্রথমত, ইসরাইলি নিষেধাজ্ঞার কারণে হামাস সদস্যদের গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর এবং বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা থাকায় কাউন্সিলের সদস্যরা এক জায়গায় মিলিত হতে পারেন না এবং দ্বিতীয়ত, এর সদস্যরা ইসরাইলি লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ ও আটক হওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন।[১৪] হামাসের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রধান হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা ও আধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিন। ইসরাইলি বাহিনীর হাতে আটক হবার পর ১৯৮৯ সালে তিনি মূসা আবু মারজুক হিসেবে পরিচিতি পান।[১৫] ১৯৯০ সালে আবু মারজুক আম্মানে রাজনৈতিক কার্যালয় করার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করেন। আবু মারজুক ১৯৯৫ সালে নিউইয়র্কে এফবিআই কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং তার সহকারী খালেদ মিশেলকে তার স্থলাভিসিক্ত করা হয়েছিল। খালেদ মিশেল আবু মারজুকের সাংগঠনিক দায়ভার নিয়ে সামরিক শাখা কার্যক্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৬]: ১৯৯১ সালে সামরিক শাখা বা আদ-দ্বীন আল-কাসাম ব্রিগেডস নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, ১৯৩৫ সালে ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সৈন্যদের দ্বারা নিহত মুসলিম ব্রাদারহুড বা এমবি সদস্য যার নাম ছিল শেখ ইজ্জ আদ-দিন আল-কাসাম।[১৭] ১৯৯১ সালের আগে সামরিক শাখাটি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। ইসরাইল ও ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ইসরাইলি লক্ষ্যবস্তুর উপর বেশ কয়েকটি আক্রমণে জড়িত ছিল এ শাখাটি। 'কাসাম' ব্রিগেড ফিলিস্তিনের মুক্তি এবং সংগঠনের সনদ অনুসারে ভূমধ্যসাগর থেকে জর্ডান নদী পর্যন্ত একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।[১৮] হামাস তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটি যুব শাখাও প্রতিষ্ঠা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল হামাস এবং এর মতাদর্শের পক্ষে ছাত্রদের সংগঠিত করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শাখার সদস্যরা এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নতুন সদস্যদেরও নিয়োগ করে। হামাসের অন্যান্য অংশেও সক্রিয় সামরিক প্রচার এবং যোগাযোগ শাখা ছিল। এর সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম সামাজিক ও ধর্মীয় মাধ্যমে তার শক্তি বিকাশ করেছিল। প্রবাসী ফিলিস্তিনি, ইরান এবং সৌদি আরবের বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে হামাস অর্থ পেয়ে থাকে। হামাসের কর্মকাণ্ডের ফলে পশ্চিমা বিশ্বের অনেকেই যখন হামাসকে একটি সহিংস ইসলামী মৌলবাদী শক্তি হিসেবে দেখে, তখন ফিলিস্তিনিরা হামাসকে একটি দাতব্য সংস্থা হিসাবে মূল্যায়ণ করে। কারণ হামাস স্কুল, মসজিদ এবং হাসপাতাল তৈরি করে জনকল্যাণ ও সামাজিক সহায়তা প্রদান করে।[১৯]

যোগাযোগ এবং মিডিয়া

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ সালে হামাস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখনই ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বিবৃতি প্রদান করে। শুরুতে হামাস জর্ডান নদী পর্যন্ত ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার লক্ষ্যে একটি প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দেয়। প্রচারপত্রে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি যুবকদের নৈতিক মান ক্ষুন্ন করার অভিযোগও আনা হয়।[২০] 'আল-ওয়াতান' ও 'আল-রিসালা' সংবাদপত্র গাজা উপত্যকায় হামাসের সরকারী মুখপত্র। হামাসের এজেন্ডা প্রচারের জন্য মসজিদগুলোকে ব্যবহার করা হয় এবং অতি সম্প্রতি হামাস

আন্দোলনের সাথে যুক্ত বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট চালু রেখেছে। এছাড়া হামাস 'আকসা' নামে নিজস্ব রেডিও এবং স্যাটেলাইট টিভি স্টেশন প্রতিষ্ঠা করেছে।

হামাসের কর্ম-কৌশল

১৯৯০ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে পিএলও প্রথম ইরাককে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে অন্যান্য আরব রাষ্ট্র এ সংস্থাকে প্রদত্ত তাদের বেশিরভাগ আর্থিক সহায়তা প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর পিএলও তার প্রভাব রক্ষার অন্যান্য উপায় খুঁজছিল এবং দীর্ঘস্থায়ী আরব-ইসরাইল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর আশায় আমেরিকান প্রশাসনের মাধ্যমে চেষ্টা করছিল। এর ফলে ১৯৯১ সালে মাদ্রিদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ফিলিস্তিনি অঞ্চলের প্রতিনিধিরা জর্ডানের আলোচনা দলে অংশ নিয়েছিল। সম্মেলনটি ভবিষ্যতের আলোচনার ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং এটি ফিলিস্তিনি প্রতিনিধিত্বের নজির স্থাপন করে। তবে ১৯৯৩ সালে ইসরাইল ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে ইয়াসির আরাফাতের সাথে সরাসরি আলোচনা করতে সম্মত হয়। এতে PLO-'র আন্তর্জাতিক অবস্থান এবং বৈধতা উভয়কেই ভাবিয়ে তুলেছিল। ১৯৯৩ সালে স্বাক্ষরিত 'অসলো শান্তি চুক্তি' ফিলিস্তিনিদের কখনই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে হামাস সর্বদাই এ চুক্তিকে ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ বিরোধী ও দখলদার ইসরাইলের বল প্রয়োগ নীতির সহায়ক হিসেবে মনে করছে। হামাসের এ অবস্থান ফিলিস্তিনি সমাজে নিজেদেরকে একক বৃহত্তম বিরোধী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। ফলে হামাস গেরিলা যুদ্ধ এবং জোট গঠনের রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের বৃহত্তর অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এভাবে হামাস প্রথম ইন্তিফাদার (১৯৮৭-৯১) সময় নিজেকে একটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রকাশ করে যা ইসরাইলের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামকে একটি বাস্তব বৈধতা প্রদান করে। এটি ছিল ফিলিস্তিনি সমাজে তরুণদেরকে হামাসের প্রতি আরও বেশি সংখ্যায় আকৃষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ। এসময় হামাসের রাজনৈতিক কর্মকৌশল চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল-

ক. আমাদের জন্মভূমি অন্যায়ভাবে ইসরাইলি দখলদার বাহিনী কব্জা করেছে; কিন্তু আমরা এই মাটির এক ইঞ্চিও ছাড় দেবো না।

খ. আমাদের শত্রু তথা ইহুদীদের পক্ষে ক্ষমতাধরদের প্রত্যক্ষ মদদ রয়েছে, যা এই মুক্তি সংগ্রামে খুবই স্পষ্ট।

গ. আমাদের শত্রুরা যেভাবে রণসজ্জায় সজ্জিত, আমরা সেভাবে অস্ত্রের প্রয়োগে বিশ্বাস করি না। তবে আমাদের বুকে আছে দৃঢ় বিশ্বাস, যা আমাদের অভ্যন্তরে এক ধরনের সংকল্প তৈরি করে। আর এই বিশ্বাস আমাদের ধর্ম ও জন্মভূমির প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার সাহস জোগায়।

ঘ. গোটা আরব ও মুসলিম উম্মাহ প্রকৃতার্থে দুর্বল, ক্ষীণকায় ও বিভক্ত। তাই তারা ফিলিস্তিনি জনগণের পাশে এক হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি অংশ ফিলিস্তিন জনগণের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। তারা ইহুদীদের নগ্নভাবে সমর্থন ও সাহায্য করেই যাচ্ছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে হামাসের কার্যক্রমের দুইটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল-

১. দখলদারদের প্রতিরোধ এবং ইহুদি আগ্রাসনের মোকাবেলা করা।

২. ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে সংহতি রক্ষা এবং সব ধরনের অভ্যন্তরীণ বিভাজন থেকে ফিলিস্তিনিদের হেফাজত করা।[২১]

হামাসের গণমুখী কার্যক্রম

ফিলিস্তিনিরা হামাসের কল্যাণমূলক পরিষেবা দ্বারা ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হয়েছিল। গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের মধ্যে হামাস একটি বৃহৎ, নিবেদিত এবং পরিশীলিত সামাজিক পরিষেবা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। সামাজিক কল্যাণ নেটওয়ার্ক হামাসের দাওয়া (প্রচার) কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। এ নেটওয়ার্কের লক্ষ্য ছিল গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের একটি বাস্তব ভিত্তিক পরিবর্তন করার অভিপ্রায়ে কর্মী-সমর্থকদের একত্রিত করা।[২২] এজন্য হামাস সমাজের চাহিদা অনুযায়ী সামাজিক সেবা হিসেবে শিক্ষা, স্পোর্ট ক্লাব, মহিলা কেন্দ্র, মসজিদ, স্বাস্থ্য এবং দাতব্য সংস্থার সমন্বয়ে সামাজিক কল্যাণের আওতায় হাজার হাজার তৃণমূল ফিলিস্তিনিদের জন্য শত শত সেবা প্রদান করেছে। এটি হাজার হাজার ভুক্তভোগী মানুষ, এতিম, বিধবা, শিশু এবং ছাত্রদের সেবা করে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) বিকল্প হিসেবে কাজ করেছে।[২৩] হামাস মনে করে আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা এবং তা প্রচার করাই ইসলামের দাওয়াত হিসেবে গণ্য। দাওয়াত কেবল ইসলামের প্রচার কিংবা সেবামূলক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার নিরন্তর সংস্কার। এর মধ্য দিয়ে ধর্মীয় চিন্তা ও চর্চা পূর্ণতা লাভ করবে যা একটি সমাজকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে পরিচালিত করবে।[২৪] হামাস এ আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ধর্মীয় চর্চা ও জনসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখে সাংগঠনিকভাবে ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে। এসকল কার্যক্রম মূলত হামাসের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।[২৫]

হামাস বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার জন্য ইসলাম মানে শুধু ধর্ম পালন নয়, বরং ইসরাইলি দখলদারিত্ব থেকে জাতীয় মুক্তিও অন্যতম ধর্মীয় ও নাগরিক দায়িত্ব এ ধারণার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছে।[২৬] ১৯৮৭ সাল থেকে হামাস ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। সমাজে নামাজ কায়েম ও রমজানের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে ইসলামী অনুশাসন পালনে উৎসাহিত করেছে। যা হামাসকে ফিলিস্তিন সমাজে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। শুরুতেই হামাস রাজনৈতিক ভূমিকায় জড়িত না থাকার একটি কৌশল গ্রহণ করে। যা তাকে সম্পূর্ণরূপে সামাজিক কার্যকলাপে মনোনিবেশ করতে সক্ষম করে। হামাস ফিলিস্তিনিদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রতি বছর প্রায় ৭ মিলিয়ন ডলার সহায়তা করে। এরমধ্যে মসজিদ, স্কুল, প্রাইভেট ক্লিনিক এবং স্পোর্টর্স ক্লাব নির্মাণের মতো অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও সংগঠনটি খাদ্য, আবাসন, বৃত্তি এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দিয়ে থাকে।[২৭] সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের জন্য হামাস অনুদান, বাসস্থান, টিউশন ফিসহ বিভিন্ন ধরণের সাহায্য প্রদান করে।

হামাসের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলনের আদর্শ ও চিন্তাধারায় মিশে আছে সামাজিক ও রাজনৈতিক দুটি ভিন্ন মাত্রা। বিশেষ করে গাজা উপত্যকায় যেখানে জীবনযাত্রা পশ্চিম তীরের তুলনায় নিম্নমানের, সেখানে হামাসের সামাজিক কাজে গৃহীত পদক্ষেপ ফিলিস্তিনিদের নিকট প্রশংসিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ফিলিস্তিনি নাগরিক সমাজে হামাসের সহায়তা মূলত ২০০৬ সালের নির্বাচনে সমর্থনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। হামাস গাজা উপত্যকার বাসিন্দাদের জন্য সামাজিক পরিষেবা প্রদানের উপর জোর প্রদান করার ফলে অনেক ব্যক্তির জীবনে প্রয়োজনীয় পরিষেবাসমূহ দ্রুত পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়।[২৮] এভাবে হামাস নেতা আহমেদ ইয়াসিন গাজা উপত্যকার জনগণ এবং আল-মুজামা আল-ইসলামি তথা হামাসের মধ্যে সংহতি ও সহানুভূতির ভিত্তি তৈরি করেন। এ সংগঠনের সামাজিক সেবা প্রদান সম্পর্কে ইসরাইলি সরকার এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ খুবই সচেতন। উভয়েই ফিলিস্তিনি সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ধারাবাহিক পরিষেবা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে আহমেদ ইয়াসিন এবং তাঁর সংগঠন

হামাস তৃণমূল পর্যায়ে যথেস্ট সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে। স্থানীয় ফিলিস্তিনি জনগণের প্রয়োজন এবং সংগ্রামের মধ্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে প্রথম ইন্তিফাদার প্রাক্কালে হামাসের নেতা আহমেদ ইয়াসিন স্কুল, দাতব্য সংস্থা এবং মসজিদগুলোর একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন; যা শুরু থেকে এ সংগঠনের জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। হামাস তার কার্যক্রমে বহু বছর আগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করেছে। অধ্যাপক বারম্যানের মতে, ইসরাইলি আগ্রাসনের ফলে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের কার্যকারিতা এবং স্থিতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।[২৯] কিন্তু হামাস শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলির দ্বারা ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করেছে। অধ্যাপক জোনাথন শ্যানজার উল্লেখ করেছেন যে, হামাস সমর্থকদের দ্বারা বোঝা যায় হামাস গাজা উপত্যকার মধ্যবিত্তদের সাথে তার শক্তিশালী সম্পর্ক অব্যাহতভাবে বজায় রেখেছে। তাই হামাস ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে এবং অদ্যাবধি সামাজিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার অবস্থান ধরে রেখেছে।[৩০] অর্থাৎ এ কথা বলা যায় যে, হামাসের উত্থান, গ্রহণযোগ্যতা, ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সামাজিক পরিষেবায় চতুর্মুখী সাফল্য এসেছে।

ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাসের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ

৭ জুন, ১৯৬৭ সালে মাত্র ছয় দিনের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইসরাইল গাজা উপত্যকা এবং পশ্চিম তীরসহ পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নেয়। এরপর পূর্ব জেরুজালেম তাদের রাজধানী বলে ঘোষণা করে। কিন্তু পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনি জনগণ এখনও তাদের রাজধানী মনে করে। ১৯৬৭ সালের আরব ও ইসরাইল যুদ্ধের আগের সীমানার ভিত্তিতে তারা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের দাবী করে। তবে, ইসরাইল এটা মানতে নারাজ। ১৯৬৭ সালে দখলকৃত পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম শহরে এ পর্যন্ত পাঁচ লাখের বেশি ইহুদী বসতি গেড়েছে । আন্তর্জাতিক আইনে এসব বসতি অবৈধ। ইসরাইলি প্রশাসন তার সামরিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা ফিলিস্তিনি জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছে।[৩০] ১৯৭০'র দশকে মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু ঘটনা পিএলও-এর নীতিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ১৯৭৩ সালে ইসরাইলের সাথে মিশর ও সিরিয়ার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮০'র দশকের শেষ দিকে ফিলিস্তিনে হামাসের জন্ম ও প্রথম ইন্তিফাদার মধ্য দিয়ে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ শুরু হয়। ১৯৯০'র দশকের শুরুর দিকে 'অসলো' চুক্তিও এ আগ্রাসনকে আটকাতে পারেনি। এরপরও ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের ভূমি ও ঘরবাড়ি দখল অব্যাহত রাখে। এ অবস্থায় ইসরাইলের আগ্রাসন নীতিতে পিএলও'র এমন অসহায়ত্বে হামাসের প্রতিরোধ সংগ্রাম ফিলিস্তিনি জনগণকে নতুন করে স্বপ্ন দেখায়। ২০০৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর হামাস ফিলিস্তিনের বৈধ জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণভাবে পিএলও'র সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।

পিএলও (ফাতাহ) এবং হামাসের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব

প্রথম ইন্তিফাদার সময় হামাস তার তৎপরতা সম্প্রসারিত করে ফিলিস্তিনি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মধ্যে প্রথম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠন হয়ে ওঠে, যা পিএলও'র অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে। ১৯৯৩ সালে পিএলও'র 'অসলো' শান্তি চুক্তিতে হামাস স্পষ্ট বিরোধিতা করার ফলে তাদের মধ্যে আদর্শগত, কৌশলগত এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্য দেখা দেয়। প্রতিটি সংগঠন প্রথম ইন্তিফাদা শুরুর দায় স্বীকার করে। হামাস তার সদস্যদের প্রতি মাসের অষ্টম দিনে ইসরাইলের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।[৩১] ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ সালে ফিলিস্তিনি নিয়ে ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত 'অসলো' শান্তি চুক্তি হামাস এবং পিএলও'র মধ্যে অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে। হামাস সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, শান্তি

প্রক্রিয়া স্থগিত করার জন্য তারা ইসরাইলি লক্ষ্য বস্তুতে একের পর এক হামলা চালাবে। হামাস চুক্তিটিকে একটি কৌশলগত হুমকি এবং আত্মসমর্পণ বলে মনে করে। হামাস এবং তার মিত্ররা ঘোষণা করে যে, তারা সমস্ত ফিলিস্তিনির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে উন্মুক্ত পবিত্র জিহাদে জড়িত থাকবে।[৩২] তবে গাজা উপত্যকার বেসামরিক বিষয়ে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জড়িত থাকার ফলে সেখানে পুনর্বাসন প্রকল্প সহজতর করার সুযোগ থাকে। হামাস ও ফাতাহ'র বিভেদের কারণ নিছক বিবাদ নয়, এই বিবাদ ছিল আদর্শিক। এ আদর্শিক বিভেদের সাথে ওয়াশিংটন, লন্ডন, মস্কোসহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান দুই বলয় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। পিএলও'র বিভিন্ন পদমর্যাদার নেতারা দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত হওয়ায় ফিলিস্তিনি জনগণের মোহভঙ্গ হয়েছিল। তাছাড়া হামাস ইসরাইলি নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কিছু 'জবাব' দিতে পারায় ফিলিস্তিনি জনসাধারণ বিশেষ করে তরুণদের নিকট হামাস অত্যন্ত জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়। ২০০৬ সালের নির্বাচন আদর্শিক এই বিভেদকে উসকে দিয়ে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ স্থায়ী করেছে। ২০০৬ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করায় হামাসের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট ততটা সহজ ছিল না।[৩৩] গাজায় চলমান সহিংসতা নিরসনে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ৭ জুন, ২০০৭ সালে সামরিক হস্তক্ষেপেরে মাধ্যমে গাজার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।[৩৪] কিন্তু ১৪ জুন, ২০০৭ সালে হামাসের সামরিক বাহিনী পিএ (প্যালেস্টাইন অথরিটি) বাহিনীকে পরাজিত করে এবং গাজা উপত্যকায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। তখন পিএ সরকার পশ্চিম তীরে হামাসের অস্তিত্ব এবং অবকাঠামো নির্মূল করার জন্য যা যা করা সম্ভব তা করেছিল।[৩৫] এমতাবস্থায় পিএ ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক দৃশ্যে হামাসের বৈধতা বিচ্ছিন্ন করার নীতি প্রয়োগ করতে থাকে এবং আগাম নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে এর শাসন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকে, যা হামাস প্রত্যাখ্যান করে। ১৬ জুলাই, ২০০৭ সালে পিএ হামাসের সাথে তার বিচ্ছিন্নতাকে একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। ২০০৭ সালে পিএলও আনাপোলিসে একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের আহ্বানে সাড়া দেয়।[৩৬] এতে কার্যকরভাবে ফিলিস্তিনি সমাজ দু'টি ভৌগলিক এবং রাজনৈতিক সত্তায় বিভক্ত হয়ে যায়। তখন থেকে ইসলামপন্থী হামাস গাজা উপত্যকা এবং ধর্মনিরপেক্ষ ফাতাহ পশ্চিম তীর নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

আদর্শিকভাবে ফাতাহ ও হামাস সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফাতাহ যেখানে সমাজবাদী ও সেক্যুলার আদর্শকে প্রাধান্য দেয় সেখানে হামাস সম্পূর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সংজ্ঞায়িত করে। ১৯৯৩ সালের 'অসলো চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পরই মূলত ফিলিস্তিনিদের উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন ভাটা পড়ে এবং আন্দোলনের নৈতিক অবস্থান দুর্বল হতে থাকে। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে জড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি পশ্চিমাদের সহায়তায় ফাতাহ'র বেশ কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অন্যান্য আরব ও পশ্চিমা দেশে আবাস গড়েন। অবশ্য গাজা, রামাল্লা ও পশ্চিম তীরের স্থানীয় প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে ফাতাহ ও হামাসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে চেষ্টা করছেন।[৩৭] ইতোমধ্যে মাহমুদ আব্বাস জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং ইসমাইল হানিয়াহ'র নেতৃত্বাধীন সরকার ভেঙ্গে দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান। ইসমাইল হানিয়াহ মাহমুদ আব্বাসের ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তার সিদ্ধান্ত ছিল একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত যা সমস্ত চুক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার শামিল।[৩৮] ২০০৭ সালে গাজা উপত্যকার ৬২ শতাংশ জনগণ হামাসকে নিজেদের জন্য অনুকূল হিসেবে দেখেছিল।[৩৯] পুনর্মিলনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছাড়াও হামাস এবং ফাতাহ ২০০৮ সালে ইয়েমেনে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা ছাড়াও ২০১০ ও ২০১২ সালে কাতার, ২০১১ ও ২০১২ সালে কায়রোতে উভয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করে। এপ্রিল, ২০১৪ সালে গাজায় যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে সরকার

গঠন এবং ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচনসহ পূর্বে প্রস্তাবিত চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়নের আহবান জানানো হয়। জেরুজালেম পোস্টের প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক (Yaakov Katz) ইয়াকভ কাটজ রিপোর্ট করেন, ইসরাইলের প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানও তিনটি বিকল্প বেছে নিয়েছে। ইসরাইল ফাতাহ'কে সহায়তা করার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ এবং গাজাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।[৪০] এ জন্য ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিষেবার প্রধান (শিন বেট) এক রিপোর্টে বলেছেন, ফিলিস্তিনি সমাজ ভেঙে যাচ্ছে এবং এটি ইসরাইলের জন্য খারাপ। তিনি জোর দিয়েছিলেন 'আমাদের ফাতাহ'কে সফল হওয়ার শর্ত দিতে হবে।'[৪১] ২০১৩ সালের পর মিশর ফিলিস্তিনি পণ্য ও জনসাধারণের প্রবাহের ক্ষেত্রে (গাজার টানেল অর্থনীতি এবং মিশরের রাফাহ ক্রসিং) সীমিত পরিসরে কাজ শুরু করে। এতে হামাস তার বাজেটের চাহিদা মেটানো এবং গাজার জনগণকে প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ও আর্থিক চাপে শেষ পর্যন্ত হামাস এপ্রিল, ২০১৪ সালে পিএলও'র সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে ফাতাহ'র সাথে হামাসের বিরোধ মেটানোর জন্য চাপ দেওয়া হয়। যার ফলে দুই মাস পরে একটি ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার গাজার ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ায় এবং হামাস গাজা উপত্যকার নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে রাখে। হামাস আশা করেছিল ঐক্য চুক্তি সকলের বেতন পরিশোধসহ সংগঠনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ত্রাণও সরবরাহ করবে। উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে হামাস ফিলিস্তিনের রাজনীতিতে একটি অপরিহার্য সংগঠন হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করে।

ফাতাহ এবং হামাস আনুষ্ঠানিকভাবে বা প্রকাশ্যে ২০১৪ সালে সমঝোতা চুক্তি প্রত্যাহার করেনি ফলে ২০১৭ সালে তাদের মধ্যে আবার সংলাপ শুরু হয়। শেষ দফার আলোচনায় দুই পক্ষের পারস্পরিক দুর্বলতা ছিল। দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অচলাবস্থায় হামাসের শাসন ব্যবস্থা যখন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন তাদের জনপ্রিয়তা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পুনর্মিলন এবং জাতীয় ঐক্যের ধারণার উপর নির্ভর করতে হয়। ফিলিস্তিনি জনগণের ঐক্যের সম্ভাবনা ধ্বংস করার জন্য প্রত্যেকেই দায়ী বলে একে অপরের দিকে আঙ্গুল তুলেছে। যদিও ইসরাইল ও আমেরিকা এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে। তবে ইসরাইল যে অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে চায়, তা সফল হলে পশ্চিম তীরের ৪.৫ ভাগ ফিলিস্তিনি ইসরাইলের অন্তর্গত অঞ্চলে ছিটমহলের বাসিন্দায় পরিণত হবে।[৪২] সুতরাং ২০০৭ সালের পর হামাসের নিয়ন্ত্রণে গাজার শাসন ব্যবস্থা গুরুতর চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে।

ফিলিস্তিনের জাতীয় নির্বাচন ২০০৬ ও হামাসের বিজয়

১৯৯৩ সালে অসলো শান্তি চুক্তির পর ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ব্যাপক হতাশা জন্ম নেয়। তখন পশ্চিমা বিশ্বে ইয়াসির আরাফাতের গ্রহণযোগ্যতা বাড়লেও ফিলিস্তিনিদের নিকট তা কমে আসে। ২০০০ সালে ফিলিস্তিনিদের দ্বিতীয় ইন্তিফাদা শুরু হয়ে ২০০৪ সাল পর্যন্ত চলে। এ বছরই ইসরাইলের নিকট গুরুত্বহীন আরাফাতের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। ২০০৫ সালে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফাতাহ প্রার্থী মাহমুদ আব্বাস বিজয়ী হন। ২০০৬ সালের সাধারণ নির্বাচন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের দ্বারা অবাধ ও সুষ্ঠু হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এ নির্বাচনে হামাস জয়লাভ করে। ফিলিস্তিনের বৃহত্তম দল হিসেবে হামাস আইন পরিষদের ১৩২টি আসনের মধ্যে ৭৪টি আসনে জয়লাভ করে, মোট আসনের মধ্যে যা ছিল ৫৬% এবং ফাতাহ ৪৫টি আসন নিয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে, যা ছিল ৩৪%।[৪৩] এতে এটা স্পষ্ট হয় যে, হামাস বেশিরভাগ দলের চেয়ে অনেক ভালো ফলাফল করেছে পরবর্তীতে হামাস ফাতাহকে ঐক্য-সরকারে মন্ত্রিসভায় কিছু পদ গ্রহণ করতে রাজি করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। অবশেষে

তারা নিজস্ব তালিকা প্রস্তাব করে, যা রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করে নেন। হামাসের এ বিজয়ে পাশ্চাত্য শক্তি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এজন্য ইসরাইল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ই ইউ ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফাতাহ এবং হামাসের মধ্যে উত্তেজনাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় হামাস আশা করে, ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে চালমান সহিংসতার অবসান ও অধিকৃত অঞ্চল দখলমুক্ত হবে। তাই হামাস ফিলিস্তিনিদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য 'অসলো' চুক্তি মানতে চায় না। ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি রাজনৈতিক সংগ্রাম এ অবৈধ দখলকে সহিংসতার সমার্থক মনে করে।[৪৪]

২০০৭ সালে হামাসের গাজা দখলের পর ইসরাইলি সরকার গাজাকে প্রতিকূল অঞ্চল ঘোষণা করে এবং এর নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের চলাচলে সীমাবদ্ধতা ও পণ্যের প্রবেশ সীমাবদ্ধতাসহ নতুন নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয়,[৪৫] এবং ফিলিস্তিনের আকাশ, সমুদ্র ও স্থলপথ অবরোধ করে। বিশেষ করে (একমাত্র ব্যতিক্রম হল সীমান্তের ১২ কিলোমিটার মিশর উপত্যকা) ২০১৩ সাল থেকে সিনাইয়ের নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে বেশিরভাগ সময় সীমান্ত বন্ধ করে রাখে।[৪৬] হামাসের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধের প্রচারণার অংশ হিসেবে ইসরাইল এ অবরোধকে ন্যায্যতা প্রদান করে। গাজায় ফিলিস্তিনি বিক্ষোভের দু'টি মূল লক্ষ্য হল প্রত্যাবর্তন এবং অবরোধ ভাঙা বা অবরোধ তুলে নেওয়া, যা ২০০৭ সাল থেকে কার্যকর ছিল। ১৪ জুন, ২০০৭ সালে গাজার সহিংসতার পর রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাস প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়া এবং জাতীয় ঐক্য সরকারকে বরখাস্ত করেন। আব্বাস সাবেক অর্থমন্ত্রী সালাম ফায়াদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন এবং নতুন জরুরী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। ২১ জুন, ২০০৭ সালে নতুন জরুরী সরকার ফাতাহ অধ্যুষিত পিএলও-র নির্বাহী সমর্থন পায় এবং সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর বাইরে সমস্ত মিলিশিয়াকে ভেঙে দেওয়ার আহবান জানায়। এর ফলে হামাস তার ম্যান্ডেট প্রয়োগে (মাহমুদ আব্বাসের প্রত্যাখ্যানে) গণতন্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়। জরুরী অবস্থার নামে বেশ কিছু ডিক্রি এবং ফিলিস্তিনি আইন পরিষদকে পুনরায় একত্রিত করার অসম প্রক্রিয়া পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকার সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে।[৪৭] ২০০৫ সালে হামাস পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকায় অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে জয়লাভ করার পর সুশৃঙ্খল নির্বাচনী রাজনীতিতে যুক্ত হয়। এর ফলে তারা গাজা উপত্যকার রাজনীতি ও প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পেয়েছিল। কার্যত, তখন প্রতিটি শহরে ফাতাহ এবং হামাস ফিলিস্তিনি রাজনীতির স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ ভাগ করে নেয়। এপর্যায়ে পিএ-এর নেতৃত্বের বিপরীতে অনেক ফিলিস্তিনি হামাসকে কার্যকর হিসেবে দেখেছিল। অর্থাৎ ইয়াসির আরাফাত, মাহমুদ আব্বাস এবং পিএ ব্যর্থ হয়েছিল। ২০০৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য হামাস নিজেকে প্রস্তুত করেছিল। আনাত কুর্জের মতে, "ফাতাহ'র প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাসের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি হয়, যার ফলে সে নির্বাচনে হামাস ব্যাপকভাবে বিজয় লাভ করে"।[৪৮]

ইসরাইল-হামাসের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব

১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তি হলেও অদ্যাবধি ইসরাইলি আগ্রাসন ও বসতি স্থাপন অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ গাজায় ইসরাইলি হামলার মধ্যে পশ্চিম তীরে ইহুদিদের জন্য ৩ হাজার ৪০০ বসতি স্থাপনের অনুমতি চূড়ান্ত করেছে তেল আবিব। নতুন পাস হওয়া এই প্রকল্পের আওতায় ইসরাইল পশ্চিম তীরে জেরুজালেমের পূর্বে অবস্থিত মা'আলে আদুমিমেতে ৭০ শতাংশ বসতি এবং বাকি বসতিগুলো কেদার, এফরাত ও বেথলেহেমের দক্ষিণে স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ইসরাইলের এ

প্রকল্পের তীব্র বিরোধিতা করেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ অংশই ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলি বসতি স্থাপনের বিরোধিতা করেছে। এ বসতি স্থাপন আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি হলেও ইসরাইল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আহবানকে পাত্তা দেয়নি। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর থেকে ইসরাইল এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের ১৬০টি স্থানে প্রায় ৭ লাখ ইহুদীর জন্য আবাসন তৈরি করেছে, যার অধিকাংশই পশ্চিম তীরের বিভিন্ন অংশে এবং পূর্ব জেরুজালেমের আশপাশে অবস্থিত। ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম হারেৎজের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, পশ্চিম তীরের মা'আলে আদুমিমেতে ইসরাইল ২ হাজার ৪৫২টি, এফরাতে ৬৯৪টি এবং কেদারে ৩৩০টি আবাসন তৈরি করবে।[৪৯] ১৯৯৩ সালে পিএলও'র সাথে 'অসলো' চুক্তির পর ১৯৯৬ সালে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে স্থবিরতা দেখা দিলে তারা অধিকারের প্রশ্নে পরিস্থিতি উন্নতির আশা হারিয়ে ফেলে। কারণ পশ্চিম তীরে ইহুদী বসতি ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে গভীর হতাশার অনুভূতি কাজ করছিল। কিন্তু হামাস প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি পশ্চিমা বহিঃশক্তি ও ইসরাইলকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করেই টিকে থাকার চেষ্টা করছে।

ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের এ রাজনৈতিক সংঘাত বহুদিনের পুরোনো। ফিলিস্তিনিদের প্রাথমিক প্রতিরোধগুলোতে স্থানীয় ব্রাদারহুডের সামান্য সক্রিয়তা ছিল। ১৯৮০'র দশকের পর থেকে ব্রাদারহুডের নেতা আহমেদ ইয়াসিন গাজায় বিভিন্ন সামাজিক কাজের আড়ালে রাজনৈতিক শক্তিও জোরদার করেন। ইসরাইলি শাসকগোষ্ঠী যতটুকু জায়গা নিয়ে রাষ্ট্র গড়তে তৎপর হয়, হামাসও বর্তমান ইসরাইল, গাজা ও পশ্চিম তীর নিয়ে একটা 'সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র' কায়েম করতে ততটুকু জায়গা নিয়েই ভাবতে থাকে। ১৯৮৮ সালের 'হামাস চার্টার'-এ ইসরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদের কথাই বলা আছে। ইসরাইল বারবার এ হামাসের সঙ্গেই যুদ্ধবিরতি 'চুক্তি' করছে।[৫০] "আগামীর জেরুজালেম" এ উক্তিটি বাক্যটি ইহুদী নাগরিকের পৈতৃক ভূমিতে ফিরে যাওয়ার পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে জেরুজালেম রাজধানী হয়।[৫১] ইহুদীদের জাতীয় তহবিলের ভূমি ও বনায়ন বিভাগের পরিচালক ইয়োসেফ ওয়েটজ তার ডায়েরিতে লিখেছেন-এটা পরিষ্কার হতে হবে যে, এ দেশে উভয় জাতির কোনো স্থান নেই। আরবরা ছেড়ে দিলে দেশটি আমাদের জন্য প্রশস্ত হয়ে যাবে। একমাত্র সমাধান হল আরবদের বাইরে রেখে একটি ইসরাইলি ভূমি গঠন করা, এখানে সমঝোতার কোনো সুযোগ নেই।[৫২]

হামাস 'ইহুদী বিরোধী' নয়, 'ইহুদীবাদ বিরোধী'। প্রকৃতপক্ষে ইসরাইল হল একটি উপনিবেশিক রাষ্ট্র; যা শক্তি দ্বারা গঠিত হয়েছে। ইসরাইল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আরব মুসলমানদের প্রতি পশ্চিমাদের সাম্রাজ্যবাদী এবং উপনিবেশিক কর্মতৎপরতার প্রতিনিধিত্ব করে। ফিলিস্তিন থেকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল যা ইহুদী ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, ইহুদীবাদী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে।[৫৩] অধিকন্তু হামাসের সনদ ফিলিস্তিনি পরিচয়ের জন্য ইসরাইলের অস্তিত্বকে হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করে এবং প্রতিটি ফিলিস্তিনিকে অবশ্যই ফিলিস্তিনের মাটি ছেড়ে না দেওয়ার জন্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িত করেছে। প্রতিরোধের এ বার্তাটি ধর্মের সাথে অভ্যন্তরীণভাবে সম্পর্কিত ছিল, তবে এ আচরণবিধি ক্রমান্বয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের একটি উদ্দেশ্য হয়ে উঠে। এভাবে প্রথম ইন্তিফাদার সময় থেকে হামাসের সৃষ্টি এবং জাতীয় লড়াইয়ে এর নিযুক্তি, একটি নির্দিষ্ট সামাজিক সম্মতি এবং শিষ্টাচারের সাথে মিল রয়েছে। এভাবে ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একীভূত করার জন্য হামাস তার রাজনৈতিক কৌশল পরিবর্তন করেছে।

হামাস তার দীর্ঘ পথচলার কষ্টকর অনুভূতি, দৈনন্দিন অর্থনৈতিক অসুবিধা এবং দরিদ্র্য ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশায় সহায়তা করার মধ্যদিয়ে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ধারার সংগঠন ফাতাহও তার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্ট অব্যাহত রাখে।[৫৪] হামাসের বারবার আত্মঘাতী বোমা হামলার কারণে ইসরাইল তাদেরকে এক নম্বর শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়েছিল। ইসরাইল এটিকে আন্তর্জাতিক জিহাদি গোষ্ঠী বিশেষ করে আল-কায়েদার সাথে হামাসকে তুলনা করে। প্রধানমন্ত্রী এ্যারিয়াল শ্যারন গাজা উপত্যকাকে একতরফা সিদ্ধান্তে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।[৫৫] নির্বাচন এবং ফিলিস্তিনি জনগণের গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন হামাসকে আরও শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট ঘোষণা করেন- এটা স্পষ্ট যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার আলোকে এবং একটি নতুন নির্দেশনায় ইসরাইলি সরকার হামাসকে প্রধান্য দিয়েছে। হামাস যে প্রশাসনে ভূমিকা রাখবে তার সাথে ইসরাইল কোনো ধরনের যোগাযোগ রাখবে না।[৫৬] ইসরাইলি মন্ত্রিসভা হামাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। হামাসের আন্দোলনকে সীমিত করা এবং তাদের আর্থিক সহায়তা বন্ধ করার প্রয়াসে ইসরাইলি সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ করে ফিলিস্তিনকে সকল আর্থিক সহায়তা বন্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের দিকে পণ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে ইসরাইল ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট ট্যাক্স দাবি করে। এটিকে ফিলিস্তিনি অর্থনীতির উপর ইহুদী রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাছাড়া ইসরাইল তার নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা বাহিনীকে সামরিক সরঞ্জাম স্থানান্তর নিষিদ্ধ করে এবং গাজা থেকে ইসরাইলের ক্রসিং পয়েন্টসমূহে নিরাপত্তা জোরদার করে।[৫৭] যা হামাসের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্র তৈরি করে। মার্কিন প্রধানমন্ত্রী জিমি কার্টার ইসরাইলি পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেছেন যে, হামাসকে দুর্বল করার জন্য ইসরাইল বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। প্রতিটি ফিলিস্তিনি মনে করে ইসরাইলি নীতির চূড়ান্ত ধাপ হলো সহিংসতার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং সামাজিক নিরাপত্তা ধ্বংস করা। তবে হামাস এসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেদের অবস্থান আরো শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়।[৫৮] এভাবে বিভিন্ন চ্যলেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রায় দুই দশক ধরে রাজনৈতিক দল হিসেবে হামাস কার্যকর ও সফলভাবে গাজার প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে আসছে।

হামাসের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ

২০০৭ সালে গাজার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর হামাসের কৌশলগত উদ্দেশ্য ছিল গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণে নিজেদের সামর্থ্য অর্জন করা। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হামাস গাজার সকল প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভঙ্গুর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশেষ করে শাসন ব্যবস্থায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলির প্রতি মনোযোগ বাড়ায়। এছাড়া নতুন মন্ত্রিসভা বিচার বিভাগ সংস্কারে মনোনিবেশ করে।[৫৯] ১৫ জুন ২০০৭, হামাস একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, যখন রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাস ডাঃ সালাম ফায়াদকে একটি জরুরী সরকার গঠনের নির্দেশ দেন। এর আগে ডাঃ ফায়াদ হামাসের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্য সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। ২০০৬ সালে তিনি প্যালেস্টাইন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (পিএলসি) সদস্য ছিলেন। তাঁর পেশাদারিত্ব এবং বিশ্বব্যাংকে কাজ করার মাধ্যমে অর্জিত বিশ্বাসযোগ্যতার কারণে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পছন্দের প্রার্থীও ছিলেন। তারপরও হামাসের নেতৃত্বাধীন জাতীয় সরকার আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং বৈধতা পেতে ব্যর্থ হয়েছিল।[৬০] অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছয় দশক ধরে ইসরাইলি প্রশাসনকে কার্যত ধারাবাহিক ও নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছে। ইসরাইলি সামরিক অভিযানের মধ্য

দিয়ে দখল করা ফিলিস্তিনি ভূমি উদ্ধারের জন্য হামাস তার পরিকল্পিত কার্যক্রমকে জিহাদের উল্লেখযোগ্য প্রেরণা হিসেবে মনে করে। হামাস ফাতাহ'র বিভিন্ন সামরিক গোষ্ঠী যেমন আহমাদ আবু-রিশ ব্রিগেড, আল-আকসা ব্রিগেড এবং ফাতাহ'র সাথে যুক্ত গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। এর অংশ হিসেবে কয়েকজনকে হত্যা করা হয়, অন্যদের গ্রেপ্তার এবং কিছু অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৬১] ইসরাইলের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও সীমান্ত বন্ধের ফলে হামাস সরকার ও গাজার জনগণ চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছিল। ইসরাইল গাজা উপত্যকাকে একটি শত্রুসত্ত্বা হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং হামাস গাজায় নিজেকে বিচ্ছিন্নরূপে দেখতে পেয়েছিল। হামাস প্রশাসন স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে এবং দপ্তরে নিজস্ব মতাদর্শের অনুসারীদের নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা করে এবং আংশিকভাবে হলেও এই পরিবর্তনকে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ পুলিশ সদস্যসহ সরকারি কর্মচারীদের বলেছিল যে, তারা যেন দায়িত্ব পালনে না যায় এবং নতুন হামাস সরকারকে সহযোগিতা না করে। এতে হামাস প্রশাসনে একটি শূন্যতা তৈরি হয়। সময়ের সাথে সাথে জনপ্রশাসন বিভাগে হামাস তার নিজস্ব কর্মী নিয়োগ এবং প্রশাসনের উচ্চ পদে তাদের অনুগতদের স্থান করে দিয়ে এ শূন্যতা পূরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।[৬২] এছাড়াও হামাস তার নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী তৈরি করে, যা প্রাথমিকভাবে সিভিল পুলিশ হিসেবে পরিচিত হয়। তবে এসকল বিভাগের মধ্যে নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কাসাম ব্রিগেডের সদস্যরা বেশিরভাগই বহিঃআক্রমণ প্রতিরোধ মোকাবেলায় ব্যস্ত ছিল।

অক্টোবর, ২০১৭ সালে মিশরের পৃষ্ঠপোষকতায় গাজা উপত্যকার প্রশাসনিক ক্ষমতা ভাগাভাগিতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল সম্মত হলেও রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছানোর পূর্ববর্তী দুটি প্রচেষ্টার মতো তাদের নিজ নিজ বৈধতার ভিত্তি সংরক্ষণ এবং প্রসারিত করার জন্য তাদের পার্থক্য দেখা দেয়। হামাসের সামরিক শাখা 'কাসাম ব্রিগেড'কে গাজার নিরাপত্তা পরিষেবার সামর্থ্যবান করার পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে হামাস সরকার তার সামরিক শাখা এবং গাজার নিরাপত্তা বিভাগের মধ্যে আলাদা থাকতে পছন্দ করে। হামাস একটি প্রশাসনিক বিভাগ তৈরি করে যেখানে প্রায় ৪০,০০০ কর্মী কাজ করে। এর মধ্যে ১৫,০০০ এরও বেশি সদস্য নিরাপত্তা বিভাগে নিয়োজিত রয়েছে। গাজার প্রশাসনকে একীভূত করে হামাস গাজায় পিএ এর পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম নিয়োগকর্তা হয়। তারা রামাল্লা থেকে ৭০,০০০ এরও বেশি সরকারী কর্মচারীদের বেতন প্রদান অব্যাহত রাখে। যা United Nations Relief for Work Agency (UNRWA) এর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর বেতন প্রদানের তুলনায় বেশি ছিল।[৬৩] গাজার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা হামাসের নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করেছে। প্রথমত, নিষেধাজ্ঞার কারণে গাজার অধিকাংশ দরিদ্র নাগরিকের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে। ফলে তারা হামাস সরকার এবং এর জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার ওপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। হামাস তার সামাজিক পরিষেবা অবকাঠামো সংরক্ষণ করে এবং সামাজিক সহায়তায় নিবেদিত গাজা-ভিত্তিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে।[৬৪] হামাস-নিয়ন্ত্রিত টানেল অর্থনীতির বিকাশে গাজার বেসরকারী খাতকে দুর্বল করার জন্য ইসরাইল বিধিনিষেধ আরোপ করে। মিশর এবং গাজার মধ্যে ১০০০ টিরও বেশি টানেল রয়েছে। হামাস টানেল নির্মাণ ও অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে লাভবান হয়েছিল। কারণ তারা টানেলের মধ্যে পণ্য পরিবহনের তদারকি এবং রাজস্ব সংগ্রহ করে।[৬৫] এরমধ্যে মৌলিক পণ্য থেকে অস্ত্র পর্যন্ত সকল ধরণের পণ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। গাজা উপত্যকার সকল আমদানির বেশির ভাগই ভূগর্ভস্থ মাধ্যম দিয়ে হয়েছিল। একইভাবে টানেলের মধ্য দিয়ে হামাসের সামরিক শাখার জন্য অর্থ ও সরঞ্জামাদিও হাতে আসে।[৬৬] পরবর্তী কয়েক বছর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক

নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হামাস কার্যত গাজায় ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখে। তারা সম্পূর্ণরূপে আন্তর্জাতিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল ছিল। হামাস দেখেছে যে ইসরাইলি অবরোধ গাজার প্রায় পঁচাশি শতাংশ ওয়ার্কশপ এবং কারখানা বন্ধ করার জন্য ভূমিকা রেখেছে, যার ফলে গাজার ৭০,০০০ অভ্যন্তরীণ কর্মী বেকার হয়ে পড়ে।[৬৭] এরপরও হামাস এবং ফাতাহ উভয়ের বিরোধ দূর করতে মস্কোতে আলোচনা হয়। উভয়ে চুক্তিতে পৌঁছতে ব্যর্থ হলেও (এজেন্ডায়) তারা ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করতে সম্মত হয়।[৬৮] ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ফাতাহ'র প্রভাবাধীন হওয়ায় হামাস ফাতাহ'র সাথে সমঝোতার উপায় খোঁজে। ইসরাইল ধারাবাহিকভাবে ২০০৮, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪ ও ২০২১ সালে হামাসকে দমনের নামে ফিলিস্তিনিদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে এবং তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে তা দখল করে নেয়। ফিলিস্তিনিদের এ ক্ষতির মুখে প্রতিবার ইসরাইল হামাসের সাথেই যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছে।[৬৯] উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে হামাসের গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও ২০১৯ সালে গাজা উপত্যকা এবং পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের জন্য মার্কিন সহায়তা বন্ধ হয়ে যায়, যা ছিল হামাসের জন্য এক বড় অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ। কারণ আন্তর্জাতিক সহায়তার ওপর ভিত্তি করেই ফিলিস্তিনিদের দৈনন্দিন অর্থনীতি পরিচালিত হয়। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শক্তি যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে ফাতাহ'র মাহমুদ আব্বাসকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ফিলিস্তিনি নেতা বলে মনে করে। অথচ হামাসের নেতারা গাজার বৈধ জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে। ইসরাইল হামাসকে সহিংস এবং ইসরাইল ধ্বংসের প্রতি অবিশ্বাস্যভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হিসেবে দেখে থাকে। এসকল বিষয় বিবেচনায় হামাস রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে আসছে।

হামাসের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে মার্কিন-ইসরাইল সম্পর্ক, ইসরাইলি লবির প্রভাব এবং মার্কিন কৌশলগত স্বার্থের আলোকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাই বিশ্ব রাজনীতিতে হামাসের প্রতি বেশিরভাগ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯০ সাল থেকে হামাসকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে এবং গাজা উপত্যকায় হামাস প্রশাসনকে বৈধ বলে মনে করে না। হামাসের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা খালেদ মিশাল, মুসা আবু মারজুক এবং ইসমাইল হানিয়াহদের যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক অংশীদারিত্ব আন্তর্জাতিকভাবে সবচেয়ে প্রভাবশালী পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছে।[৭০] প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৮ সালে ইসরাইলপন্থী নীতি প্রচারের সময় ইসরাইলের সাথে করা প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। যদিও হামাস ফিলিস্তিনি জনগণকে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের পরে একটি নতুন ইন্তিফাদা শুরু করার আহবান জানিয়েছে।[৭১] এতে ইন্তিফাদা না হলেও গাজা উপত্যকা এবং পশ্চিম তীর উভয় স্থানেই কিছু সহিংস বিক্ষোভ সংঘটিত হয়।[৭২] যুক্তরাষ্ট্র সহিংসতার জন্য হামাসকে দায়ী করে এবং ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকারের প্রতি তাদের সমর্থন আবারও ব্যক্ত করে। হামাস এ পদক্ষেপের নিন্দা করেছে এবং বলেছে ফিলিস্তিনিদের প্রতি মার্কিন অন্ধ শত্রুতা নজিরবিহীন।[৭৩] ২০১৯ সালে মার্কিন সন্ত্রাসবিরোধী স্পষ্টীকরণ আইনের অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনে পিএলও এবং ইসরাইলের সাথে প্রত্যক্ষ ও অর্থপূর্ণ আলোচনা করতে পদক্ষেপ নেয়নি বলে পিএলও মিশন বন্ধ করে দেয় এবং গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের জন্য সকল সহায়তা বন্ধ করে দেয়।[৭৪] স্পষ্টতই মার্কিনিদের মধ্যে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ঐকমত্য রয়েছে যে, ইসরাইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত মিত্র।[৭৫] একইভাবে ইউরোপীয়

ইউনিয়ন ২০০৩ সাল থেকে হামাসকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে এবং ২০০৫ সালে হামাসের ইউরোপীয় সম্পদ জব্দ করেছে। এছাড়া জাপান, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং অন্যান্য কিছু রাষ্ট্র হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যুক্তরাজ্য ২০০১ সাল থেকে হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসাম ব্রিগেডকে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে হামাসের প্রতি রাশিয়ার মধ্যপন্থি অবস্থান রয়েছে। রাশিয়া হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে গণ্য করে না। তবে, হামাসকে সহিংসতা বন্ধ করতে এবং ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিতে রাজি করানোর জন্য সরাসরি আলোচনা করে। একইভাবে চীনও হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে না, গাজা উপত্যকায় হামাস সরকারের বৈধতা স্বীকার করে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিনিধিদের সম্মান করা উচিত বলে মনে করে।[৭৬] ফাতাহ'র সাথে মার্কিন-ইসরাইলি সম্পর্ক স্থাপিত হলেও সেটি সাময়িক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এক্ষেত্রে হামাস ফিলিস্তিনি জনগণের স্বার্থে কখনোই আপস করবে না, তা মার্কিন-ইসরাইলি পক্ষ খুব ভালো করেই জানে। এ কারণে যে কোনো আলোচনার প্রয়োজনে পশ্চিমা শক্তি এতো জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও হামাসকে নয় পিএলও নেতা মাহমুদ আব্বাসকে গুরুত্ব প্রদান করে।

হামাস প্রাথমিকভাবে প্রতিবেশি মিশরের পরিস্থিতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আশাবাদী ছিল। ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাশ্চাত্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে একটি অভূতপূর্ব "বিশেষ সম্পর্ক" বজায় রেখে চলেছে। ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায়, ইসরাইলের জন্য মার্কিন সমর্থনে জায়নবাদী উৎস, দ্বিপক্ষীয় বিষয়, ফিলিস্তিনিদের প্রতি পশ্চিমা বৈপরীত্য এবং কৌশলগত বিষয় কাজ করেছে। তবে আরবদের জাতীয় স্বার্থের সুরক্ষা বিবেচনায় হামাস গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ আরব দেশসমূহের মধ্যে জর্ডান এবং সিরিয়া হামাসের সাথে সুসম্পর্কের জন্য বহির্বিশ্বের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে অনেক আরব দেশ হামাসকে পছন্দ করে না, এমনকি কিছু দেশ শত্রু মনোভাব পোষণ করে। সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ সালে হামাসের রাজনীতি বিভাগের পরিচালক খালিদ মিশালকে কিছু দিন জর্ডান বহিষ্কার করেছিল। এসময় কাতার তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বলা হয়েছিল যে, কাতার তাদের গ্রহণ করছে কারণ কাতার একই সময়ে জর্ডান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে। ২০১৯ সালে ইসমাইল হানিয়াহ বলেন যে, হামাসের সাথে মিশরের একটি শক্তিশালী এবং কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে।[৭৭] অন্যদিকে এ অঞ্চলে এমন কিছু দেশ রয়েছে যারা এক সময় হামাসের সহায়ক ছিল, কিন্তু এখন আর নেই, সিরিয়া তার মধ্যে অন্যতম। গৃহযুদ্ধের আগ পর্যন্ত সিরিয়া হামাসের মিত্র ছিল যা হামাসকে তার অঞ্চলসমূহের মাধ্যমে অর্থ ও অস্ত্র স্থানান্তরে বিশেষ সহায়তা করত। গৃহযুদ্ধের সময় সিরিয়ার বিরোধীদের প্রতি হামাসের সমর্থনের কারণে শাসক গোষ্ঠী হামাসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং হামাসের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এরপর থেকে সিরিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক পুনঃস্থাপন সম্ভব হয়নি।[৭৮] একইভাবে হামাসের সাথে জর্ডানের সম্পর্কও খুব একটা ভালো নয়। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত জর্ডান হামাসের মিত্র হিসেবে ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা হামাসকে নিষিদ্ধ করে ও নেতাদের বহিষ্কার করে। বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে জর্ডানে হামাসের অফিস আর খোলা সম্ভব হয়নি। তবে সৌদি আরব ২০০০ সালে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময় এবং ২০০৮ সালে ফিলিস্তিনে ইসরাইলি হামলার পরেও হামাসকে আর্থিকভাবে সমর্থন করেছিল।

সার্বিক বিশ্লেষণ

১৯৯৩ সালে 'অসলো' চুক্তি স্বাক্ষরের পর ফিলিস্তিনের জনগণের এক সময়ের গেরিলা ও অবিসংবাদিত নেতা পরবর্তীতে ফাতাহ এবং পিএলও'র চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেও এ চুক্তি ফিলিস্তিনি জনগণের তেমন একটা উপকারে আসেনি। অপরদিকে ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত তুলনামূলক নবীন সংগঠন হামাস শুরু থেকেই 'অসলো' চুক্তির বিরোধিতা করে ফিলিস্তিনি জনগণের দাবীর সাথে একাত্মতা পোষণ করে। হামাসের সমাজকল্যাণ নীতি ও কৌশল রাজনীতিতে শক্তি যোগাতে সহায়তা করেছে। ফলে এ সাফল্য বহিঃশক্তি ইসরাইল ও অভ্যন্তরীণ শক্তি ফাতাহ'র চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়ক হয়েছে। ২০০৬ সালে নির্বাচনে জয়লাভের পর একটি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে হামাস তার শাসনের দায়বদ্ধতায় নিজেকে খুঁজে পায়। নির্বাচন পরবর্তী সংঘাতে হামাস এবং ফাতাহ'র মধ্যে গভীর ফাটল দেখা দেয়। হামাসকে বৈপরীত্য ও সম্ভাবনাপূর্ণ একটি বহুমাত্রিক সংগঠন হিসেবে দেখার মাধ্যমেই ইসরাইলি প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব বলে ফিলিস্তিনিরা মনে করে। এক্ষেত্রে হামাসের সামরিক শাখা কাসাম ব্রিগেড ইসরাইলি সামরিক আক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিন পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভের পরও পশ্চিমা সদিচ্ছার অভাবে তা খুব একটা কার্যকর হয়নি। এছাড়া ২০১৪ সালে হামাস-ফাতাহ ঐক্য চুক্তি একটি ঐক্যবদ্ধ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনে খুব একটা ফল দেয়নি। পশ্চিমাদের সাথে হামাসের নীতি-আদর্শ মিল না থাকায় কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে পাশ্চাত্যের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না এটিই স্বাভাবিক। তাই হামাস অভ্যন্তরীণ বা আরব বিশ্বের রাজনীতিতে যেমন চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এজন্য পাশ্চাত্য বিশ্ব-ব্যবস্থায় হামাসের গ্রহণযোগ্যতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। রাশিয়া-চীনসহ মুসলিম বিশ্বের সাথে হামাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আন্তর্জাতিকভাবে এ সংগঠনকে ক্রমাগত শক্তিশালী করেছে। তবে, ভবিষ্যৎ সম্পর্ক এবং এর গণমুখী কর্মকাণ্ডই বলে দিবে এ সংগঠনের বিকাশ ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি হবে। হামাসের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিম্নে কিছু সুপারিশ করা হলো:

- ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ফাতাহ'র নেতা মাহমুদ আব্বাসের হাতে থাকায় পাশ্চাত্য সাহায্য সহযোগিতা এ সংগঠনের নিকট আসে। আবার ইসরাইল ও ফিলিস্তিনি দ্বন্দ্বে ইসরাইল ফিলিস্তিনি সংগঠন হিসেবে হামাসের সাথেই বারবার চুক্তিবদ্ধ হয়। এ অবস্থায় ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের দখলে যাওয়া ভূখণ্ড নিয়ে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করতে ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে সমঝোতা করা জরুরি। যাতে হামাস তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সামাল দিতে ফাতাহ'র সাথে ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক দূরত্ব কমিয়ে আনতে পারে।
- গাজার প্রশাসক হিসেবে হামাসের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে জাতিসংঘের ভেটো ক্ষমতার অধিকারী সদস্য রাষ্ট্র রাশিয়া, চীনসহ বহির্বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে ওআইসি, আরবলীগ ও মুসলিম দেশসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে হামাস আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
- পশ্চিমা বিশ্বের এক চোখা নীতির ফলে আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুসহ সাধারণ মানুষের ওপর হত্যাযজ্ঞে ইসরাইল বরাবরই তাদের সমর্থন

পাচ্ছে। এ অবস্থায় বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে মার্কিন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতি পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

- আন্তর্জাতিক আদালতের আশ্রয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে হামাস এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে যাতে করে পাশ্চাত্য দেশগুলো হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা না করে। এছাড়াও তারা যেন ফিলিস্তিনি জনগণের সংগঠন হিসেবে হামাসকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়ক হয়।

উপসংহার

পশ্চিমা শক্তির সহায়তায় ১৯৪৮ সালে জোরপূর্বক ফিলিস্তিন ভূখণ্ড দখলের মাধ্যমে অবৈধ স্থাপনা ও বসতি নির্মাণ করে ক্রমাগতভাবে ইসরাইল তাদের দখলদারিত্ব অব্যাহত রেখে চলেছে। ফিলিস্তিনিরা একটি জাতি হিসেবে ইসরাইলি আক্রমণে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রদানের ক্ষমতার কারণে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি। আবার অভ্যন্তরীণ সমস্যার ফলে ফিলিস্তিনিরা ঐক্যবদ্ধ অবস্থানেও থাকতে পারেনি। বরং ফিলিস্তিনি জনগণ নিজেদের ভূখণ্ড ও বাড়িঘর হারিয়ে ইসরাইলের সাথে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। এ অবস্থায় ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে ২০০৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জনপ্রিয় সংগঠন হামাস জয়লাভ করলেও ফাতাহ'র সাথে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করে আসছে। এছাড়া ইসরাইলের সাথে একাধিকবার সরাসরি যুদ্ধের কঠিন রাজনৈতিক বাস্তবতায়ও হামাস নিজস্ব কর্ম-কৌশলের (জনকল্যাণমূলক কাজের) মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনি জনগণের মন জয় করে প্রায় দুই দশক ধরে গাজার প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে আসছে। হামাস বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করলেও অভ্যন্তরীণ সংঘাত একদিকে তাদের স্বাধীন সত্ত্বাকে দুর্বল করছে এবং এতে উভয় সংগঠনেরই সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এ কারণে হামাস প্রতিপক্ষ ইসরাইলকে মোকাবেলা করায় পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে পারছে না। হামাস-ফাতাহ'র মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে ফিলিস্তিনের অখণ্ডতা ও স্বার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ক্রমশই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এসব সমস্যার সমাধানে উপর্যুক্ত সুপারিশগুলো কার্যকর করতে পারলে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্থ হবে।

তথ্যসূত্র

১. U.S. State Department, Country Reports on Terrorism, 2021, released February 2023

২. Schanzer, Jonathan, *Hamas vs. Fatah: The Struggle for Palestine*. Palgrave and Macmillan. New York, 2008, p. 24

৩. মাবরুর, আলী আহমাদ, *হামাস ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের ভেতর-বাহির*, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ২০২০, ঢাকা, পৃ. ১৩৫-১৩৬

৪. Roy, Sara, *Failing Peace: Gaza and the Palestinian-Israeli Conflict.* Pluto Press. London. 2007, p. 298

৫. Ziad, Abu Amr, *Islamic Fundamentalism in the West Bank and Gaza*. Indiana University Press. Bloomington, 1994, p. 25

৬. Yassin, Sheikh Ahmed, *A Wintess to the Age of Intifada;* Edited by Ahmed Mansur, published by Arab Scientific publishers & Dar Ibn Hazam, Beirut, 2003

৭. Litani, Yehuda, *Militant Islam in the West Bank and Gaza*, New Outlook 32: 11–12 (November-December 1989), p. 41

৮. Rabin, Yitzhak and Arafat, Yasser, 'Israel-Palestine Liberation Organization Agreement', *The Avalon Project, Documents in Law, History and Diplomacy* (New Haven, CT: Yale Law School, September 13, 1993) http://avalon.law.yale.edu/ 20th_century/isrplo.asp (emphasis added)

৯. Muslih, Muhammad, *Toward Coexistence: An Analysis ofthe Resolutions ofthe Palestine National Council*, Washington, D.C. The Institute for Palestine Studies, 1990, pp. 23–39

১০. Ziad, Abu Amr, *Op.Cit.*, p. 62

১১. Schanzer, Jonathan, 'The Challenge of Hamas to Fatah,' *Middle East Quarterly*, Spring 2003, pp. 23-24

১২. Lotan, Yael, 'An excuse for Israel' *Frontline*, vol. 23, Issue. 03, (jan. 28- Feb. 10, 2006) posted on: http://www.flonnet .com/fl2303/stories/20060224006501100.htm.

১৩. Barsky, Yehudit, *The New Leadership of Hamas: A Profile of Khalid Al Mish'al*. American Jewish Committee. May 24, 2004

১৪. Shaul Mishael & Avraham Sele, *The Palestinian Hamas: vision, violence and Coexistence*, Columbia University Press. New York. 2000, 75-81

১৫. Gambill, Gary C., 'Sponsoring Terrorism: Syria and Hamas.' *Middle East Intelligence Bulletin*, September 2002

১৬. Tamimi, Azzam, *Hamas Unwritten Chapters*. C. Hurst and Co. Publishers Ltd. London, 2007: 84

১৭. Ziad Abu Amr, *Op. Cit.*, p. 65

১৮. Gunning, Jeroen, Hamas in Politics: Democracy, Religion and Violence. Hurst and Co. Publishers Ltd. London. 2007, 40

১৯. Shaul Mishael & Avraham Sele, *Op. Cit.*, pp. 66-67

২০. Ziad Abu Amr, *Op. Cit.*, p. 63

২১. Palestinian Crntral Bureau of Statistics, 2011;
http://www.pcbs.gov.ps/ portals/downloads/book1855.pdf (Accessed on 02/7/23)

২২. Lafi, Raed, *Gaza Islamists, Alzaytouna, September 23*, 2007

২৩. Roy, Sara, *Op.Cit.*, pp. 175-176

২৪. Nina Wiedl, *Dawa and the Islamist Revival in the West*, Published on Monday, December 14, 2009, http://www.currenttrends.org/research/detail/dawa-and-the-islamist-revival-in-the-west)

২৫. Usher, Graham, *Palestine in Crisis The struggle for peace and political independence after Oslo.* Pluto Press, 1995, p. 25

২৬. Usher, Graham, *Ibid*, p. 25

২৭. Neve Gordon and Dani Filc, *Hamas and the Destruction of Risk Society*, http://israelsoccupation.info/files/Hamas%20and%20the%20Destruction%20of%20Risk%20Society.pdf

২৮. Berman Sheri, 'Islamism, Revolution, and Civil Society,' *Perspectives on Polics*, I (2003), 259

২৯. Jonathan Schanzer, 2008, *Op. Cit.*, pp. 21-35

৩০. Beinen Joel and Lisa Hajjar, '1967 War: Israeli Occupation', *The Middle East Research and Information Project (MERIP)'s Primer on the Middle East*, March 2001

৩১. Shaul Mishael & Avraham Sele, *Op. Cit.*, p. 66-67

৩২. Gunning, Jeroen, *Op. Cit.*, 2007, p. 1

৩৩. Schanzer, Jonathan, *Op. Cit.*, 2008, p. 107

৩৪. Mohsen M. Saleh, *The Palestinian Strategic Report 2008*. Alzytouna Centre for Studies and Consultations. (Ed. 2010), pp. 51-59

৩৫. Mohsen M. Saleh, 2010, *Ibid*

৩৬. Schanzer, Jonathan, *Op. Cit.,* p. 107

৩৭. রাহুল আনজুম, 'ফিলিস্তিনে ফাতাহ ও হামাসের ঐক্যের সম্ভাবনা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ অক্টোবর, ২০২০

৩৮. Sacks, Abbas, 'Hamas-Led Government,' BBC News, June 15, 2007, http:// news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6754499.stm.

৩৯. Berman, Lazar, 'Pew: Support for Hamas and Hezbollah Collapsing,' *Times of Israel*, July 2, 2014, http://www.timesofisrael.com/pew-support-for-hamas-hezbollah-collapsing-in-region

৪০. Yaakov Katz, 'Israel's Main Options: Disconnect Totally from Gaza or Talk to Hamas. Security Chiefs Discount Notion of Invading Strip to Try and Help Fatah,' *The Jerusalem Post,* June 15, 2007, sec. News, Nexis UK

৪১. Diskin, Yuval and Jones, Richard, 'ISA Chief Diskin on Situation in the Gaza Strip and West Bank,' *Leaked Diplomatic Cable* (Tel Aviv: US Embassy, June 13, 2007), https://www.wikileaks.org/cable/2007/06/07TELAVIV1732.html.

৪২. চ্যানেল-২৪ ও পার্সটুডে-০৬ জুলাই ২০২০

৪৩. Hussein Agha and Robert Malley, *The Lost Palestinians,* New York Review of Books, 9 June 2005.

৪৪. Israeli Ministry of Foreign Affairs, *Security Cabinet declares Gaza hostile territory,* 19 September 2007

৪৫. United Nations Country Team in the Occupied Palestinian Territory, *Gaza Ten Years Later,* July, 2017

৪৬. Letter to OCHA (17 March 2011), cited in UN OCHA, æFragmented lives" May 2012

৪৭. Yaakov Katz, *Op. Cit.,* 2007

৪৮. kurz, Anat, 'Fatah's Electoral Defeat: The End of Inertia', *Jafee Centre For Strategic Studies (JCSS),* vol. 9, No. 1, April, 2006, Posted on: http://www.tau.ac.il/ jcss/sa/v9n1p4kurz.html

৪৯. *দৈনিক যুগান্তর*, ০৭ মার্চ ২০২৪

৫০. পারভেজ, আলতাফ, 'হামাস-ফাত্তাহ বিভক্তিতে ব্যাপক স্বস্তিতে ইসরায়েল', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ মে, ২০২১

৫১. Theodor Herzl, *l'Etat des Juifs, La Découverte*, 1990, p. 29

৫২. Norman G. Finkelstein, *Image and reality of the Israel-Palestine conflict*, Verso 2001, P. 86

৫৩. Khaled Hroub , « Le HAMAS » or ―HAMAS a beginner's guide‖ 2008 Edition Demopolis, pp. 73-74

৫৪. 'PG 23 Enter Hamas: The challenges of political integration, International crisis group', *Middle East Report,* N°49 – 18 January2006 http://www.crisisgroup.org/library/documents/middle_east___north_africa/arab_israeli_conflict/49_enter_hamas _the_challenges_of_political_integration.pdf

৫৫. BBC News website, 20 February 2006, http://news.bbc.co. uk/1/hi/world/middle_east/4730568.stm

৫৬. The Palestinian Parliamentary Election and the rise of Hamas, RESEARCH PAPER 06/17, 15 MARCH 2006, Tim Youngs, INTERNATIONAL AFFAIRS & DEFENCE SECTION, HOUSE OF COMMONS LIBRARY http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2006/RP06-017.pdf p. 14

৫৭. Carter Jimmy, 'Don't Punish the Palestinians', *Washington Post*, 20 February 2006 http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/02/19/AR2006021901138.html

৫৮. Central Election Commission, Palestine http://www.elections.ps/pdf/Final_Result_distribution_of_PLC_seats-EN2.pdf

৫৯. Hovdenak, Are, *The Public Services under Hamas in Gaza: Islamic Revolution or Crisis Management*, Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2010, pp. 12-13

৬০. *The Palestinian Information Centre*, June 15, 2007

৬১. Saleh, Mohsen M. *The Palestinian Strategic Report 2008*. Alzytouna Centre for Studies and Consultations. Beirut, (Ed. 2010), P.43-47

৬২. International Crisis Group, 'Ruling Palestine I: Gaza under Hamas,' *Middle East Report No. 73,* March 19, 2008, p. 3

৬৩. Sayigh, Yezid, 'Policing the People, Building the State: Authoritarian Transformation in the West Bank and Gaza,' *Carnegie Endowment for International Peace*, *Middle East Papers*, February 2011, pp. 5-17

৬৪. Milton, Beverly-Edwards, 'The Ascendance of Political Islam: Hamas and the Consolidation in the Gaza Strip,' *Third World Quarterly,* 29, no. 8 (2008): 1585-99, see p. 1595

৬৫. *Round Two in Gaza*, International Crisis Group, September 11, 2008, p. 14, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/round-two-gaza

৬৬. Pelham, Nicolas, *Diary: How to Get by in Gaza*, London Review of Books, October 22, 2009; http://www.lrb.co.uk/v31/n20/nicolas-pelham/diary.

৬৭. *Al-Hayat,* February 15, 2003

৬৮. Toameh, Khaled Abu. *Palestinians Scoff at Hamas, Fatah for Failed Talks in Moscow.* February 2019. Retrieved on September 12, 2020, from https://www.jpost.com/middle-east/palestinians-scoff-at-hamas-fatah-for failed-talks-in-moscow-580705

৬৯. https://www.britannica.com/topic/Hamas/Conflict-with-israel, Accessed on 08/7/2023

৭০. Williams, Dan, & Al-Mughrabi, Nidal. *Hamas Calls for Palestinian Uprising Over Trump's Jerusalem Plan.* December 2017. Retrieved on September 11, 2020, from https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-israel/hamas-calls-for palestinian-uprising-over-trumps-jerusalem-plan idUSKBN1E11BR? feedType=RSS&feedName=topNews

৭১. Kershner, Isabel. *Palestinians Clash With Israeli Troops to Protest Trump's Jerusalem Declaration.* December 2017. Retrieved on September 11, 2020, from https://www.nytimes.com/2017/12/07/world/middleeast/israel-palestinian jerusalem.htm

৭২. Al Jazeera. *Hamas Leader Ismail Haniya Added to US 'Terror List'*. February 2018. Retrieved on September 11, 2020, from https://www.aljazeera.com/ news/2018/01/hamas-leader-ismail-haniyeh added-terror-list-180131161026379.html

৭৩. US Department of State. *Closure of the PLO Office in Washington*. September 2018. Retrieved on September 11, 2020, from https://www.state.gov/closure-of-the plo-office-in-washington/

৭৪. Pew Research Center, *Survey Report:* July 24, 2003. Online at: http://people-press.org/report/?pageid=725

৭৫. The Jamestown Foundation. *China's Palestine Policy*. March 2009. Retrieved on February 21, 2020, from https://jamestown.org/program/chinas-palestine policy

৭৬. 'Egypt and Hamas Warming Relations Raise Eyebrows Years After Coup Fallout', *The National,* March 2019. Retrieved on February 20, 2020, from https://www.thenational.ae/world/mena/egypt-and-hamas-warming-relations raise-eyebrows-years-after-coup-fallout-1.835339

৭৭. 'Syria Says No to Restoring Ties With Terrorist-Supporting Hamas,' *The Jerusalem Post*, June 2019. Retrieved on February 20, 2020, from https://www.jpost.com/ Middle-East/Syria-No-to-restoring-ties-with-terrorist supporting-Hamas-592149

৭৮. 'Despite Unity Deal, Jordan Won't Let Hamas Reopen Amman Office,' *The Times of Israel*, October 2017. Retrieved on February 20, 2020, from https://www.timesofisrael.com/despite-unity-deal-jordan-wont-let-hamas reopen-amman-office-report; Kardelj, Nejc. Israel vs. Hamas. Nova Science Publishers, 2010